‘আগুন লাগছে আমার সোনার বাংলায়’

আলোর প্রতি সব প্রাণীর দুর্বার আকর্ষণ থাকে। পতঙ্গ আলোর লোভে আগুনে ঝাঁপ দেয়। টেংরাটিলায় অগ্নিকুণ্ড দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ জড় হয়। দিনভর তারা বসে জ্বলতে থাকা ব্লআউট দেখছে। এমন কি গভীর রাতেও দূর গ্রামের মানুষ উঠানে বসে অগ্নিশিখা দেখতে থাকে। চারদিকে হাওরের ছল-ছল পানিতে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় মাটিতেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারপাশের মানুষের মানবিক অবস্থা নিয়েই এবারের ২৪ ঘন্টা। লেখা ও ছবি : **সাজেদুর রহমান**

১১.২২

সুনামগঞ্জের বালুর মাঠ। এখান থেকেই ছাড়ে ইঞ্জিনচালিত নৌকা। হবি মিয়ার ফাসকেলাস ইঞ্জিন নৌকা সেই বালুর মাঠ থেকে টেংরাটিলায় পৌঁছাল, তখন সকাল ১১টা ২২। বাজারে ঢুকে একটু হাঁটতেই এক অশীতি পর বৃদ্ধ সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘোলা দৃষ্টি নিয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি সাংবাদিক? সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে বললো, যেখানে আগুন জ্বলছে, ওইডা আমার জমি। আমি কত ক্ষতিপূরণ পাব একটু জাইনা দিবেন?

বৃদ্ধের নাম মোঃ সফিউদ্দিন ভূঁইয়া। পিতার নাম নৈমুদ্দিন ভূঁইয়্যা। সফিউদ্দিন বললেন, ‘আমার ১০ একর জমি দখল করছে। পাকিস্তান আমলে আমাকে ৫ হাজার ৫৭৯ টাকা দিছে। এবার নাইকো দিবো না’? বৃদ্ধ নিজে নিজেই আরো জানালেন, ‘আমার পুকুর, বাগিচা, মাটির দালানের ক্ষতি করল, তার পাওনা পামু না?’ বৃদ্ধের কথা শুনছিলাম পাশ থেকে একটা কথায় চমকে উঠলাম।

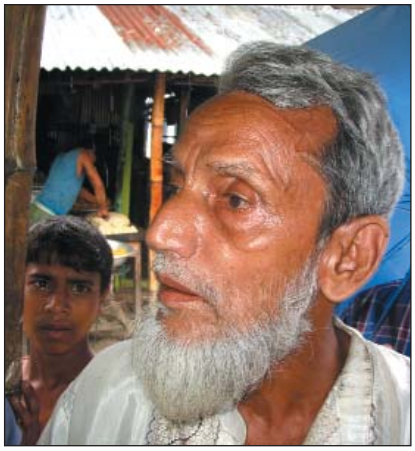
সফিউদ্দিন ভুইয়া। যার জমিতেই জ্বলছে আগুন

‘গরিবের বউ সগ্‌গির ভাউস’ রিকশাচালক মোঃ ময়নুদ্দিন বলেন। কথাটার ব্যাখ্যা দিলেন বয়োবৃদ্ধ দেওয়ান গাজি। গাজি বললেন, ‘দেখেন আমাগো সম্পদ কেমনে নিচ্ছে।’

সুনামগঞ্জের এই টেংরা টিলাসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীরা ঢাকার নরসিংদী থেকে এসেছে সেই দেশ বিভাগের সময়। এদের তাই ঢাকাও সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। আর একটা বিষয়। এই এলাকায় প্রচুর মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছে।

১২.৪০

টেংরাটিলার পাশের টিলার নাম অলঙ্গটিলা। এই টিলাতে বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে। রহিমা বেগমের বাড়ি ঘিরেই লোক সমাগম। কাছে গিয়ে দেখা গেলো রহিমার ঘরের বিভিন্ন ফাটল দিয়ে গ্যাস বেরুচ্ছে আর

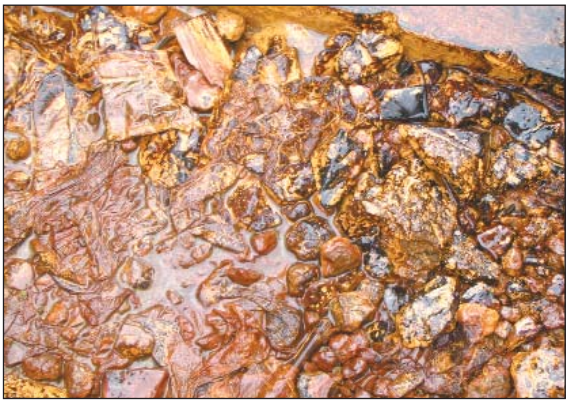
আগুনে পুড়ে মাটি লাল হয়ে গেছে

তাতে উৎসাহী জনতা আগুন দিয়ে পরীক্ষা করছে। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলো নাইকোর দুই কর্মী। হাতে তাদের ছোটদের খেলনা ঝুনঝুনির মতো যন্ত্র। কর্মীদের একজন খোকন অন্যজন কানাডিয়ান মিস্টার লি। তারা এসেই উৎসাহী জনতাকে আচ্ছা করে বকে দিলো ঘরে আগুন জ্বালিয়ে গ্যাস পরীক্ষা করার জন্য। যখন হাতের যন্ত্রটা মেঝের ফাটলে ধরল, যন্ত্রটিতে একটু পরেই লালবাতি জ্বলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে এলার্ম ঘড়ির মতো ক্রিং ক্রিং করে বাজতে থাকলো। যন্ত্রটি চোখের কাছে এনে খোকন বললো ৬৫ শতাংশ গ্যাস বের হচ্ছে। মিস্টার লি তার হাতের যন্ত্র একইভাবে ফাটলে পরীক্ষা করে বললো, না ১০০ শতাংশই গ্যাস বেরুচ্ছে। খোকন বেশ অপরাধীর মতো মুখ করে

পুলিশি টহল চলছে

আন্দোলনরত ক্ষতিগ্রস্তরা

বললো, স্যার আমার যন্ত্রটা মনে হয় ঠিক নেই। আগে থেকেই ৯ পয়েন্ট উঠে আছে।

২.০০ একে তো বর্ষাকাল। তারপর গ্যাসের চাপে ভূগর্ভস্থ পানিও উঠে আসছে। কাদা-পানি বাঁচিয়ে আজবপুর গ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটছে মিটার রিডার খোকন। সে কথায় কথায় বললো, ভাই অবস্থা বড়ই কেরাসিন। সারা দিন-রাত এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে। পুরো এলাকায় শতাধিক বড় বড় ভূমি ফাটল দেখা দিয়েছে। ২০-২৫টি টিউবওয়েল থেকে গ্যাস-পানি বেরুচ্ছে, দেড় শতাধিক স্থান দিয়ে ল্যান্ড ফ্লো হচ্ছে। গ্রামের মানুষ বোঝে না, ওদের যতই বলি আগুন জ্বালিয়ে পরীক্ষা করেন না, ওরা যেনো ততই আগুন জ্বালাচ্ছে। বড় ধরনের ঝামেলা হলে ক্ষতি কিন্তু ওদেরই হবে। কোম্পানি আর কত ক্ষতিপূরণ দিবে।

৩.০০ টেংরা বাজারে মাইকিং হচ্ছে। বিকেলে জনসভা ডাকা হয়েছে। মাইকে উচ্চস্বরে বলেছে, 'কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না।' অপর যে মাইকের শব্দ পাওয়া গেলো তা নাইকো নিরাপত্তা রক্ষীর। সে মাইকে বলছে, 'ভাইসব একটি জরুরি ঘোষণা। আগুনের কাছে যাবেন না। আগুনের সঙ্গে পাথর-বালি ছুটতে পারে'। সাধারণ মানুষ নাইকোর কর্মীর কথা খুব একটা শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। আগুনের তাপ যতটা সহ্য করে কাছে যাওয়া যায় তারা ততটা কাছেই যাচ্ছে।

৩.৪০ নাইকোর প্রধান গেট সব সময়ই বন্ধ থাকে। ছোট পকেট গেটটিতে নিরাপত্তায় আছেন ৪-৫ জন নিরাপত্তা কর্মী। এমন সময় একটা মোটর সাইকেল এসে থামল। গ্যাস কূপের কোনো কর্মকর্তা এসেছে ভেবে বেশ কয়েকজন স্থানীয় এগিয়ে এলেন। সঙ্গে আমিও গেলাম।

স্থানীয় বাসিন্দা নাসির উদ্দিন মোটর সাইকেল আরোহীকে উদ্দেশ্য করে বললো, স্যার আমার কি হবে। নিলেন ১৩ শতাংশ আর রেকর্ডে দেখালেন দেড় শতাংশ। কর্মকর্তাকে নাসির উদ্দিনের আগেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি কি এই খনন কাজের সঙ্গে জড়িত'? কর্মকর্তা সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। অথচ স্থানীয়দের প্রশ্ন করার ধরন দেখেই বোঝা যায় তিনি সংশ্লিষ্ট। শুধু এই কর্মকর্তাই নয়, গেট থেকে যারাই বের হচ্ছে তারা কেউই কারো সঙ্গে কথা বলছে না। আগ্রহী মানুষ কিংবা সাংবাদিক যারাই কথা বলতে চাচ্ছে তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

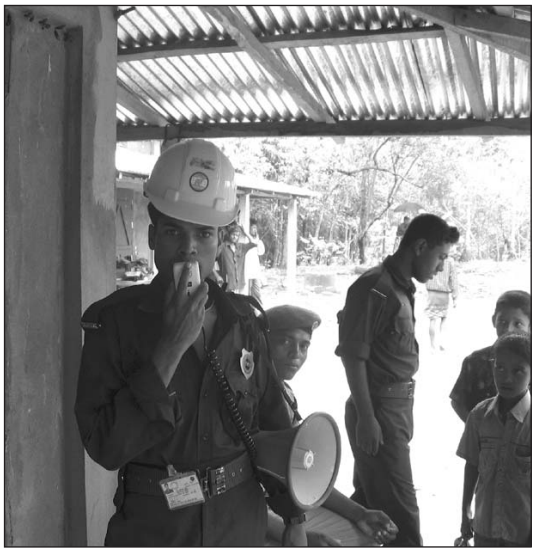

জনসাধারণকে সাবধান করে মাইকিং করছে নাইকোর কর্মী

৪.৪০ নাইকোর বিশাল বন্ধ গেটটা হঠাৎ করেই খুলে গেলো। বৃহদাকার ক্রেন ঘটাং-ঘটাং শব্দে বেরিয়ে এলো, সেই সঙ্গে লাল ইউনিফর্ম পরা শতাধিক শ্রমিক বেরিয়ে এলো। শ্রমিক আলাল মিয়াকে স্থানীয় এক উৎসাহী ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই কি হইছে, বাইর হচ্ছেন ক্য?' আলাল বলল, 'বুঝস না ঘটনা খারাপ, সগলির ছুটি দিয়া হালাইছে'। আলালের কথাটা মুহূর্তেই হাজারবার অনুরণিত হলো বহু মুখে-'ঘটনা খারাপ।'

৫.২০ ঘর্মাক্ত-ক্লান্ত চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলো ফোরম্যান সফিক আলম। নাইকোর কূপ খননের কাজে প্রথম থেকেই আছেন সফিক। সে জানালো গ্যাস কূপের আগুন লাগানোর গল্প। ঘটনার সময় ১৩ জন ইঞ্জিনিয়ার ছিলো। প্রতিদিনের মতো কাম করতাছি। রাত দুটার দিকে ইঞ্জিনিয়ার জন ব্রিনস চিৎকার কইরা কইলো গ্যাসের চাপ বাড়ছে। আবার দুর্ঘটনা ঘটবো। দুপুর একটা পর্যন্ত শুধু গ্যাসই বাইর হইছে। এই সময় ইঞ্জিনিয়ার জন

ফোরম্যান সফিক আলম

আগুনের লেলিহান শিখা দেখছে কৌতুহলি জনতা

ফিলিপস ইলেক্ট্রিক সিস্টেমে আগুন লাগায়ে দেয়। বেশ আফসোস করেই সফিক জানালো, 'কি আর কমু, এগে সঙ্গে আজ দেড় বছর ধইরা আছি। এই দুই ইঞ্জিনিয়ার ঝগড়া করতে করতেই আগুন লাগাই দিলো। ইচ্ছে করেই আগুন লাগাই দিলো।'

৬.০০ টেংরাটিলার যে স্থানে আগুন জ্বলছে তার তিন দিকে লোকবসতি। একদিকে হাওর। দূর দূরান্ত থেকে আসা উৎসাহী জনতা তিন দিকে সারাদিন বসে আগুন জ্বলা দেখছে। দিন ফুরনোর আভাস পেয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে কারা স্থানীয় আর কারা দূরের। দূরের মানুষের গতি আর স্থানীয়দের চুপ চাপ বসে থাকা পার্থক্য স্পষ্ট করেছে।

৭.০০ সন্ধ্যা হতেই স্থানীয় বাজারে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দেখা গেলো বেশ কিছু স্থানীয়দের। আজকের জনসভা-প্রতিবাদ মিছিল কেমন হলো, দাবি দাওয়া কতটা পাওয়া যাবে ইত্যাদির হিসাব নিকাশ হচ্ছে সেই আড্ডাগুলিতে। পুরনো নাগরিক কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে ১০১ সদস্যের কমিটি হয়েছে। জানালেন নতুন কমিটির আহবায়ক স্থানীয় স্কুলের মাস্টার মোঃ আব্দুল আজিম মাস্টার।

: আজকের জনসভায় কী সিদ্ধান্ত হলো?

: পুরাতন কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নতুন ১০১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭২ ঘন্টার মধ্যে আমাদের দাবি দাওয়া না মানলে নাইকোকে অচল করে দেওয়া হবে।

: আপনাদের দাবি কি?

: বর্তমানে ১ কোটি ১৩ লাখ টাকার বন্টনের তালিকা পুনঃতদন্ত পূর্বক সঠিকভাবে প্রণয়ন করে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। অন্যথায় উক্ত টাকা বন্টনে কোনরূপ অঘটন ঘটলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

ভয়াবহতার দিক চিন্তা করে ১ কিঃ মিটারে মধ্যে কূপের চারপাশের সব পরিবারকে অবশ্যই ক্ষয়-ক্ষতির স্থায়ী তালিকায় রাখতে হবে।

গ্যাস ফিল্ডের স্টাফকে নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে অবস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে। কিছুতেই ফিল্ড অথবা এলাকার মানুষের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে বিপদের মুহূর্তে চলে যেতে দেওয়া যাবে না।

স্থায়ী ও সামরিক ক্ষয় ক্ষতির তালিকা নিরূপনে সর্বস্তরের প্রতিনিধি নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ অবশ্যই দিতে হবে।

এলাকার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মানুষকে প্রতিনিধি করে স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করতে হবে। এবং উপযুক্ত স্থানে সার্বক্ষণিক মাইক অথবা সাইরেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গ্যাস দুর্ঘটনা জনিত কারণে রোগ পীড়ার প্রদুর্ভাব ঠেকাতে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং পরবর্তীতে স্থায়ী ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করতে হবে।

এ পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া গ্যাসের পরিমাণ ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় এনে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। ক্ষতি আদায়ের উক্ত টাকায় টেংরা এলাকায় ও সুনামগঞ্জে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হবে। গ্রিস নগরের খাশিয়া মারা নদীর ঘাটে এত রাতে কখনো মানুষজন থাকে না। কিন্তু এখন থাকে। টেংরা টিলার আগুন লাগার পর থেকে ঘাটের লোকজন গভীর রাত পর্যন্ত বসে। আড্ডা দেয়। কিংবা হিসাব নিকাশ করে। ব্যাপারটা বেশ মজার। যেমন আজিমুদ্দিন বলল, 'ইয়াহিয়া ৯ লাখ টাকা পাইলো ক্ষতিপূরণ বাবদ আর পাশের বাড়ির আব্দুল কাশেম পাইল ৫ লাখ। এইডা কেমন এর হিসাব।' পাশে বসা নজর মাহমুদ বলল, 'ইয়াহিয়া যদি নয় পায় তয় হ্যারতো (আবুল কাশেম) ২০ লাখ পাওনের কথা।' আব্দুল রহিম বলল, 'ভাই দুঃখের কথা আর কি কইতাম, আমারে দিচ্ছে ১০ হাজার'।

৮.০০

নাসির উদ্দিন নাইকোর কর্মকর্তা সাজাহানকে অভিযোগ জানাচ্ছেন

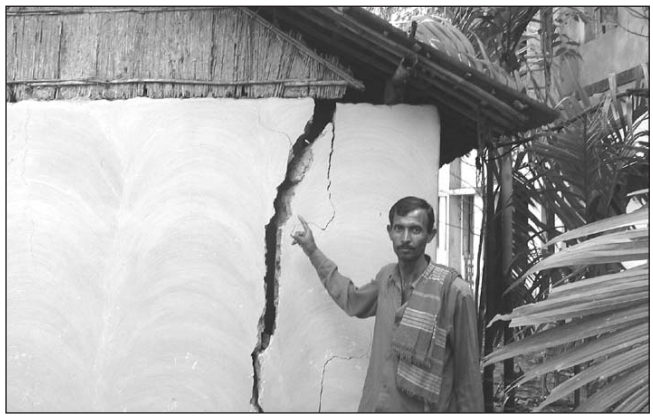

হাবিব মিয়া তার ঘরের দেয়ালের ফাটল দেখাচ্ছেন

এমন সময় হরি মিয়া আড্ডায় যোগ দিয়ে টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে অন্যরকম কথা বললেন। হরি মিয়া বলল, 'ট্যাকা পয়সা কত পামু জানি না। আপনারা কইতাছেন এত এত ট্যাকা পাইছেন, আসলে পাইছেননি? কত পাইবেন কেমনে?

হরি মিয়ার কথায় সবাই যেনো থমকে গেলো। আসলেই তো, টাকা-পয়সার এসব কথা সবই তারা শুনেছে। কেউ হাতে পায়নি উপরন্তু কোনো কাগজপত্রও দেখেনি। নাইকো কিংবা জেলা প্রশাসক কেউ তাদের কোনো কাগজপত্র দেয়নি। এমন কি একটু স্থির হয়ে ঠিকমতো কথাও শোনে না কোনো কর্তৃপক্ষ। তাদের কথা শোনে শুধু সাংবাদিক আর এনজিও কর্মীরা। বিষয়টি জানালো হাবিব মিয়া।

৯.০০ দুয়ারা বাজার থেকে থানার লোকজন এসেছে টেংরাটিলায়। থানায় নাকি খবর গেছে এলাকার বিক্ষুব্ধ জনতা নাইকোর কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ করবে। ১০/১২ জন পুলিশ টেংরা টিলার চারপাশে টহল শুরু করেছে।

হাসেম নামে একজন পুলিশ কনস্টেবল জানালো, নাইকো স্থানীয় কয়েকজনের নামে লিখিত অভিযোগ করেছে। আজ বিকেলে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আব্দুস সালাম নামের একজনকে ধরে নিয়ে গেছে। আব্দুস সালামকে ধরে নেওয়ার দরুন স্থানীয়রা বেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই খবরের প্রেক্ষিতে তারা থানা থেকে এসেছে।

এদিকে নতুন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক নুরুল আমিন পুলিশ কর্তৃক আব্দুস সালামকে ধরে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে জানালে 'ছেলেডা আব্দুস সালাম নেহায়েত ভালো। কোনো মন্দ কাজে কখনো দেখছি না। তারে ক্যান ধইরা নিয়ে গেলো। বিষয়ডা আমরা কেউ ভালো চোখে দেখতাছি না।'

৯.৩০ আলীপুরে একটা কুঁড়েঘর থেকে নারীকণ্ঠের বেশ সুরেলা কান্নার শব্দ কানে এলো। কাছে গিয়ে দেখা গেলো একজন বৃদ্ধকে ঘিরে বাড়ির লোকজন কান্নাকাটি করছে। জানা গেলো বৃদ্ধের নাম আবু বক্কর সিদ্দিকী। তার বয়স ৯২। ২৪ তারিখ ব্লু আউটের সময় দ্রুত বাড়ি থেকে বের হতে গিয়ে কোমরে চোট লাগে। তারপর থেকেই বিছানায় পড়ে আছেন। আবু বক্কর বর্তমানে তিনি তার মেয়ে নাসরিনের বাড়িতে আছেন।

সন্ধ্যা থেকেই আবু বক্করের কোমরের ব্যথার পাশাপাশি শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো ডাক্তার দেখানো হয়নি। নাসরিন জানালো, 'গ্যাস কূপের ওখান থেকে প্রচণ্ড শব্দ ও অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে আব্বার শরীর এমন খারাপ হয়েছে। নাসরিনের বাবার মতো আরো শ' তিন মানুষের কানে মাথায় চোখেসহ শরীরে বিভিন্ন অসুবিধার খবরে কথা জানালো পাশে থাকা অত্র ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য সাহেদা আক্তার সাহেদার স্বামীর একই রকম সমস্যা হচ্ছে। তার স্বামী নরুলও নাকি কোমরে ও মাথায় ব্যথা নিয়ে ঘরে শুয়ে আছে।

১০.১০ বসে আছি গ্রাম্য কবিরাজ কাঞ্চন মিয়ার বাড়িতে। কাঞ্চন মিয়ার বাড়ি টেংরাটিলা থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ইসলামপুর। ছোট্ট দুটি কুঁড়েঘর। কাঞ্চনের কাছে এই রাতেই ১০-১২ জন রোগী এসেছে- মাথাব্যথা, চোখে জ্বালাপোড়াসহ নানা শারীরিক সমস্যা নিয়ে।

কাঞ্চন মিয়া এক এক করে সব রোগীই কানে পড়া তেল ও চোখে পড়া তেল দিয়ে বিদায় করল। আমার দিকে তাকিয়ে কবিরাজ কাঞ্চন মিয়া বলল, এই কূপের ভয়াবহ শব্দ আর অতিরিক্ত তাপে মানুষগুলোর এই সমস্যা হচ্ছে।

Av¸‡bi Zv‡c c‡o †M‡Q Av‡kcv‡ki MvQcvjv

†cvov gwU‡Z †fov¸wj Lvevi LR‡Q

১০.১০ টেংরাটিলার পাশের টিলার নাম টিলা গাঁও। এলাকার একমাত্র রাস্তাটিও পানিতে ডুবে গেছে। প্রায় কোমর সমান পানি ঠেলে ১০-১২ জনের একটা দল আসছে টেংরাটিলার দিকে। সারা গায়ে পানি-কাদায় মাখামাখি করে যখন টেংরাটিলা বাজারের পশ্চিম পাশে স্কুলটির সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন টহলরত পুলিশ ঘিরে ফেললো। জল কাদা পার হয়ে আসা ১০-১২ জনের দলের মধ্যে ১৪ বছরের জাহাঙ্গীর পুলিশ দেখে বেশ ভড়কে গেলো। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পুলিশের দুই সদস্য তাকে জাপটে ধরে ফেলল।

জাহাঙ্গীরের হাত বেঁধে মাটিতে ফেলে দিলো। তার কোমর থেকে একটা চাকু বের করল পুলিশ । অন্যদের কোমর থেকে একই রকম চাকু বের করল। জাহাঙ্গীরের পাশে এসে জানতে চাইলাম তোমরা কেন এসেছো। জাহাঙ্গীর অগোছালো এবং জটিল আঞ্চলিক ভাষায় যা বলল তার সার কথা হলো- তারা এসেছে। চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলামের এক আত্মীয়ের বাড়ি পাহারা দিতে।

স্থানীয় চেয়ারম্যানের নাম শুনে পুলিশ বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। তাদেরকে ধরে রাখবে নাকি ছেড়ে দেবে বুঝতে পারছে না।

১২.৩০ একনাগাড়ে মেঘের গর্জনের মতো শব্দ চারদিক প্রকম্পিত করছে। এতো ভয়াবহ শব্দের সঙ্গে এ এলাকার লোকজনের খুব একটা পরিচয় নেই। বেশ কিছু বাড়িতে তখনো টিমটিম করে কুপি জ্বলছে। এরকম একটি বাড়িতে তাজুল মিয়া আমাকে নিয়ে ঢুকলো। ঘরের ভেতরের পরিবেশ দেখে কিছুটা ধাক্কা খেলাম। ৭/৮ জন যুবক গোল হয়ে বসে কলকিতে গাঁজা খাচ্ছে। তাজুল মিয়া আমাকে নিয়ে আরো ভেতরের ঘরে ঢুকলেন। প্রায় জীর্ণ শাড়ি পরে তরুণী গৃহবধূ বসে আছে। আমাকেও ঘরে ঢুকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে ঘর গোছাতে লাগল। আমাকে বসতে দিয়ে রাতের খাবারের আয়োজন করল। তাজুল মিয়া আর আমি প্রায় নীরবে খেয়ে উঠছি। হঠাৎ পাশের ঘরে গাঁজা সেবনকারীদের সমস্বরে চিৎকারে হকচকিয়ে গেলাম। যুবকরা বলছিল, 'আগুন আরো জোরে জ্বলতাছে, সাংবাদিক ভাই বাইরে আইয়া দেহেন কেমন কইরা জ্বলছে।

বাইরে এলাম। গভীর রাত। আকাশে

মেঘের ঘনঘটা। এমন সময় চারদিক কালো অন্ধকার হওয়ার কথা। কিন্তু টেংরাটিলার আগুন এই এলাকাকে অদ্ভুত আলোয় ভরিয়ে রেখেছে। গ্যাস কূপের মেঘ ডাকা শব্দ আর প্রজ্জ্বলিত শিখায় মনে হচ্ছে সুনামগঞ্জের মাটিতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

১.৪৫ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গায়ে বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়ায় ঘুম তড়াক করে ছুটে গেলো। দেখি কাঞ্চন মিয়া (কবিরাজ) পড়া তেল দিয়ে আমার হাত-পা-পিঠ মালিশ করে দিচ্ছে। অবাক হয়ে বললাম, 'এইটা কি করেন'- কবিরাজ বুঝি আমার কথায় লজ্জা পেলো। বলল, বাবাজি, হারা দিন শ্রম দিচ্ছেন হাড়-হাড্ডি কি এক জায়গায় আছে? তাই মালিশ করতাছি। বৃদ্ধের এই অকৃত্রিম দরদ দেখে আমি অভিভূত ।

¶wZM¯Í n‡q‡Q mcwi evMvb

৩.১৫ আসর করে গান শুরু হয়েছে কাউয়ারপুর আজিবুরের বাড়িতে। কেজি দুয়েক বাদাম আসরে ছড়ানো, দর্শক গান শুনছে আর পুটুশপাটুশ করে বাদাম ভেঙে চিবুচ্ছে। মাঝে মাঝেই গানের আসরে ছেদ ঘটছে, গায়েন-শ্রোতারা একটু পরপরই অনতিদূরে টেংরাটিলার আগুনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল। এমন সময় গায়ক সীতেশ গেয়ে উঠল, 'আগুন লাগছে আমার সোনার বাংলায়/ জইলা পুইরা যাইতাছে আমার কলিজায়'। গানটার এই দুই লাইন শুনেই, শ্রোতারা মাথা দুলিয়ে বাহ-বাহ করে উঠলো। সীতেশ আবার গাইতে শুরু করল। জানা গেলো সতেশ আপাদামস্তক গায়েন। এখন যে গানটা সে গাইছে তা এই মুহূর্তে মনে মনে রচিত।

৪.০০ টেংরাটিলার অগ্নিশিখা লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নকে আলোকিত করে রেখেছে। ইসলামপুর, উমুরপুর, কাউয়ারপুর শিমুলতলী, টিনাগাঁও, গ্রিসনগর, আজবপুর, আলীপুর, কিংবা আরো দূর থেকেও ওই আলোর শিখা দেখা যায়।

৫.০০ ফজরের আজান শোনা যাচ্ছে দূর-দূরান্তের মসজিদ থেকে। আবুল হাসেম তার ঘর থেকে বেরিয়ে ওজু করতে কলের সামনে গেলো। গ্যাস বিস্ফোরণে একটা সুবিধা হয়েছে তার। বৃদ্ধ আবুল হাসেমকে কষ্ট করে কল চাপতে হচ্ছে না। আপনা আপনি কলের মুখ থেকে পানি উপচে পড়ছে। পানির গতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সে এক খন্ড কাপড় দিয়ে কলের মুখ বাঁধল। কলের একটা অংশে

Mÿg¨ KwweivR KvÂb wgqv

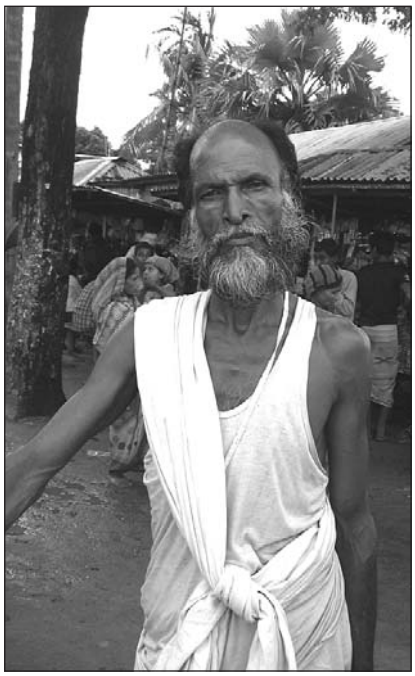

লাল রঙ রেখে বললাম চাচা ওই পানি ব্যবহার করা তো ঠিক না। আর্সেনিক আছে।

আবুল হাসেম আমার কথায় গুরুত্ব দিলো বলে মনে হল না। ওজু করে মসজিদের দিকে রওনা দিলো। আমাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'আর্সোনিক না? ভালো পানি আইনা দিবেন?'

৬.৩০ সূর্যের আলো যতটা থাকার কথা ঠিক ততটা নেই। মেঘলা আকাশ। তবে দূর থেকে মানুষ এই সকালেই অগ্নিকূপের চারপাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। কূপের ২-৩শ' ফুট দূরের বাড়ি হাবিব মিয়ার। সে তার বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে গতকালের চাইতে বাড়ির ভূমি দেবে যাওয়া ও ঘরের দেয়াল ফেটে যাওয়া কতটা বেড়ে গেছে তা পরীক্ষা করছে। কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো এই আমাকে দেখে বলল, ভাই আমাগো বাড়ি মাটির মধ্যে কি ডুইবা যাইবো? কী উত্তর দেবো ভাবছি। এমন সময় হাবিবুল আবার বলল, ভাইজান আমার বাড়ির একটা ফটো তুইলা দেবেন। স্মৃতি ধইরা রাখতাম।

৭.৪৫ আজ ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন সুনামগঞ্জ থেকে। এই খবরটা দ্রুত ছুটে চলছে সবার মুখে মুখে। ডিসি অফিস জানিয়েছে, আজ বা কাল ৬২ প্রতিষ্ঠানকে ১১ লাখ ৮৮ হাজার ৬২৪ টাকা দেবে। আর ৫ই জুলাই ১৬৫ পরিবারকে ১ কোটি ১ লাখ ৪৯ হাজার ৭৭৬ টাকা দেবে। একই দিনে ১১৮টি দোকান মালিক ও প্রতিষ্ঠানকে ৬ লাখ ৮ হাজার ৬ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে। তথ্যগুলো আবাল বৃদ্ধ-বণিতা, সবার মুখে মুখে। তাই ক্ষতিগ্রস্তরা দলে দলে বাজার ও এর আশপাশে ভিড় করছে। তারা অপেক্ষা করছে কখন ম্যাজিস্ট্রেট আসবে। কখন তাদের টাকা দেবে।

৮.৩০ সুঠাম দেহের হববুলকে বেশ অনেকক্ষণ থেকেই আমার পেছনে ঘুরতে দেখছি। তাকে বললাম, আপনার বাড়ি কই। সে জানালো এখান থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে বহরমপুর। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা জানতে চাইলে হববুল বলল, না সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি-তবে তার মনিব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হববুল জানালো, সে স্থানীয় এমরান আলীর মাছের খামারে বাৎসরিক চুক্তিতে কাজ করছিল। কিন্তু অগ্নিকান্ড ঘটার পর সে এখন বেকার। এখানে একটা মজার ব্যাপার হলো হববুল ক্ষতিগ্রস্ত হলো কি না সে যেমন নিজে বোঝে না, কোনো জরিপ সংস্থা বা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও তাদের বাদ দিয়ে হিসাব করে। এই হববুল শ্রেণীর লোকজনের আয়ের উৎস বন্ধ হলে তারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার হিসাব কেউ রাখে না।

১০.০০ তিনটা মেডিকেল টিম কাজ করছে। শ' তিনেক বৃদ্ধ মহিলা ও শিশু লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকার ওসমানী মেডিকেল কলেজের ডা. মোঃ ইসমাইল পাটোয়ারী একের পর এক রোগীকে পরীক্ষা করছেন। বেশির ভাগ রোগীই জানাচ্ছে তাদের মাথায় ব্যথা হচ্ছে, চোখ জ্বালা পোড়া করছে, পেটে ব্যথা হচ্ছে।

১১.০০ আজ শুক্রবার হওয়া লোক সমাগম গতকালের চাইতে অনেক বেশি। দূর-দূরান্তের মানুষ এসে আগুনের লেলিহান শিখা দেখার পাশাপাশি স্থানীয়দের ঘর বাড়ি-বাগানের ক্ষয়-ক্ষতি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে। এর মধ্যে দীর্ঘ ২০ মাইল দূরে ছাতক থেকে আসা গফুর মিয়া আফসোস করে বলল, মানুষ জনতো ভয়নক বিপদের মধ্যে আছে। এরা যে ঘরে থাকে তা যে কোনো সময়ে ভেঙে পড়তে পারে। এরা যে পানি খাচ্ছে তা রীতিমতো বিষ। এরা যে বাতাস নিচ্ছে তাও দূষিত। শব্দ দূষণের কথা আর কি বলবো। পরিবেশ প্রতিবেশ বিপর্যয় তো ভয়ঙ্কর।